গাংনীতে ভাবি হত্যায় ঘাতক গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ভাবিকে হত্যার মাত্র ১৩ ঘন্টার মাথায় ঘাতক আকরামকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে গাংনী উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের ঘাট থেকে অভিযান চালিয়ে ঘাতক আকরামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওবাইদুর রহমান ও মামলার তদন্ত অফিসার সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি টীম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে মোমিনপুর ঘাটে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
মামলাটির তদন্তকারী অফিসার হিসেবে রয়েছেন গাংনী থানার তদন্ত অফিসার সাজেদুল ইসলাম।
পরে তার স্বীকারোক্তিতে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করেন পুলিশ।
আজ শুক্রবার বিকালে তাকে আদালতে নিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল (প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট) আমলী আদালত মেহেরপুর-২ নিলে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মুলক জবান বন্দী দেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওবাইদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত মালা খাতুনের চাচা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ১৫/২৭০, তারিখ ৫/১১/২০২০ ইং। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে আকরাম হোসেন তার ছেলে নাজিম হোসেন (৩) কে মারধর করছিলেন। এসময় আকরামের মার ঠেকাতে গেলে মালা খাতুনকে আছাড়ি বিহীন ফালা দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি ক্লিনিকে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭৩ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৪ টি। এর মধ্যে ০২ টি পজিটিভ। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬২৮ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭৩ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৩ টি (সদর- ১৪ গাংনী- ০৬ মুজিবনগর- ০৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৮০ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদরের সিজিএম শিরীন নাহার (৪৭), অপর জন হলেন বিলকোলা’র মনসুর আলী (৬৩)

মেহেরপুর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ

মেহেরপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন উল্টানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে আদালত তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে দিয়ে পুনরায় তদন্ত করিয়েছেন। সেখানেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ করেন বাদি।

এদিকে, ভুক্তভোগী বাদি রেবেকা খাতুন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর কাছে জেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগের অনুলিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, একই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা কর্মকর্তার কাছেও দিয়েছেন।

মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালতের একটি মামলার তদন্তে অর্থের বিনিময়ে বিবাদির পক্ষে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছিল বলে জানিয়েছে ভুক্তভোগী ঐ বাদি। এছাড়াও মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে বাদি পক্ষকে দমানোর চেষ্টাও করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, নাসিমা খাতুন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকায় তিনি অতিরিক্ত জেলা কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছরের ৬ নভেম্বর মেহেরপুর গাংনী উপজেলা ধর্মচাকি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এর মেয়ে রেবেকা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে তার স্বামী মিজানুর রহমান ও শাশুড়ি আলেয়া খাতুনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের উপর। তদন্ত কর্মকর্তা বাদি, আসামি ও সাক্ষীগণকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে তাদের কাছে থেকে ঘটনা শোনেন এবং কাগজের কিছু অংশ সাদা রেখে প্রত্যেকের কাছে থেকে স্বাক্ষর করে নেন এবং বলেন আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। ৩ থেকে ৪ দিন পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়,বাদিসহ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়া কাগজে দুই হাতের লেখা। সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়িয়ে শুনালে সেগুলো তাদের দেওয়া জবানবন্দী না বলে প্রত্যায়ন দেয় এবং এতে প্রমাণিত হয় আসামি পক্ষের কাছে থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন আদালতে মনগড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন।

অভিযোগকারী রেবেকা খাতুন জানান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তার অফিসে আমাদের ডাকেন। তিনি মৌখিকভাবে আমাদের সকলের কাছ থেকে ঘটনাটি শোনেন। পরে তিনি সাদা কাগজে আমাদের স্বাক্ষর নিয়ে চলে যেতে বলেন। আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন পড়ে শোনালে আমরা নারাজি দিই। আমাদের নারাজি আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েকজন জানান, নাসিমা খাতুনের বাড়ি গাংনীতে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এর আগেও “গাংনীতে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ প্রকাশ হয়।

গাংনী মহিলা বিষয়ক অফিস সূত্রে জানা যায় , চলতি বছর ১২টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এবং ১ টি সিআর মামলাসহ মোট ১৩ টি মামলার তদন্ত দায়িত্ব পান তিনি। এর মধ্যে ৯টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং ৪ টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে বলেন, আমি কোন মামলার তদন্তে কারও পক্ষপাতিত্ব করিনা। আপনি অফিসে আসেন বাকি কথা হবে বলে ফোন রেখে দেন।

জামাইয়ের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি শ্বশুরের

শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার বিপাশা বাবার বাড়িতে বাস করছেন দুই বছর। এ দুই বছরে স্বামী বা তাদের পরিবারের কেউ খোঁজ রাখেনি গৃহবধু বিপাশার।

অবশেষে বিপাশাকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে দিতে বিচারের আশায় দারে দারে ঘুরছেন বাবা ওয়ারেশ। সম্প্রতি তিনি স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংস্থায় আবেদনও করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার গাংনী পৌরসভাধীন বাঁশবাড়িয়া গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়ার ভ্যানচালক ওয়ারেশ আলীর বড় মেয়ে বিপাশা খাতুনের একই গ্রামের মৃত ছকিমের ছেলে আনারুল ইসলাম (টটুল) এর সাথে প্রায় ৮ বছর আগে বিয়ে হয়। ৩-৪ মাস সুখে শান্তিতে চলে তাদের সংসার । তারপর থেকেই বিপাশার প্রতি শুরু হয় শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন।

বিপাশা জানান, প্রায় ২ বছর যাবৎ আমি আমার বাবার বাড়ি আছি । আমার স্বামী আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। আমি ফোন করলে সে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে।

বিপাশার বাবা ওয়ারেশ আলী বলেন, আনুমানিক গত ৫-৬ মাস আগে রাত ১০ টার দিকে একটি প্রাইভেটকার আমার বাড়িতে আসে। এক ব্যক্তি টুটুলের বন্ধু পরিচয় দিয়ে বলে আপনার জামাই অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি আছে। আপনার মেয়ে বিপাশাকে আমাদের নিয়ে যেতে বলেছে।

কিন্ত তাদের কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। গাড়ির ভিতরে ৪ জন ছিলো, প্রত্যেকেরই মুখ বাঁধা। পরে আমি চিৎকার করলে তারা পালিয়ে যায়।

বাড়ির আঙিনায় গড়ে উঠবে সবজি বাগান

করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষে প্রান্তিক জনগণের পুষ্টির যোগান নিশ্চিত কল্পে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৯০ টি গ্রামের তিন হাজার নারী ও পুরুষ কৃষকের মাঝে উন্নতমানের বিভিন্ন সবজি বীজ বিতরণ করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ।

করোনাকালিন অর্থনৈতিক মন্দা এবং সবজির দাম উর্দ্ধগতির ফলে প্রান্তিক মানুষজন তাদের প্রয়োজনীয় সবজির চাহিদা মেটাতে পারেনি। প্রান্তিক মানুষের সেই চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ বিতরণ করেছে এসব সবজির বীজ।

এর আগে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ত্রিশ জন করে নারী পুরুষকে এক সাথে করে বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা এসব নারী পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষিত নারী পুরুষদের মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাবে সবজি বীজ বিতরণ করেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দিন।

তিনি বলেছেন বাড়ির অঙিনায় পতিত জমিগুলোতে সবজি চাষের ফলে পরিবারের সবজির চাহিদা মেটাতে পারবেন, তেমনি অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হবেন। তাই, বিনামূল্যে পাওয়া বীজগুলোর ঠিক ভাবে বপন করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী উপজেলার কো-অর্ডিনেটর হেলাল উদ্দিন জানান, বীজের পরিমাণ অনেক বেশি প্রদান করা হয়েছে। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত বীজগুলো নষ্ট না করে পাশের বাড়ির লোকজনকে দিতে হবে।

বীজগুলো ঠিক ভাবে বপণ করার জন্য নারী পুরুষ কৃষককে অনুরোধ জানান এবং এগুলোর ঠিক ব্যবহার ও পরিচর্যার দেখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

মেহেরপুরে করিমন ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩

মেহেরপুর সদর উপজেলা চকশ্যামনগর গ্রামের প্রধান সড়কে করিমন ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর – মুজিবনগরের প্রধান সড়কে এই দূর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা শিবপুর গ্রামের হায়াত আলীর ছেলে রিপন (২৮), একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে ডালিম (২১) এবং করিমন চালক মেহেরপুর সদরের আশরাফপুর গ্রামের সিয়ামউদ্দিনের ছেলে মনিরুল (৩৬)।

স্থানীয়রা জানায়, আহত রিপন ও ডালিম মেহেরপুর থেকে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিল এবং নসিমন চালক মনিরুল ইসলাম মুজিবনগর থেকে

মেহেরপুর যাচ্ছিল এ সময় চকশ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে । আমরা স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

মেহেরপুরের ডা. আমিনুল হক করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের বাসিন্দা ডা. আমিনুল হক (৬৫)।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭১ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ১১ টি। এর মধ্যে ০১ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬০৪ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭১ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৫ টি (সদর- ১৩, গাংনী- ০৭, মুজিবনগর- ০৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৭৬ জন।

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে ‘৩রা নভেম্বর’ জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে আলাচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যামে ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, দপ্তর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. পল্লব ভট্ট্রাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যার মোমিনুল ইসলাম মোমিন, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল প্রমুখ। এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগরে জমি নিয়ে বিরোধ: আহত ২

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় দুই জন আহত হয়েছে।

আহতরা হলো, চকশ্যামনগরের সাবেক মেম্বার ইসরার ছেলে শীতল (২২) ও মৃত আজিলুল হকের ছেলে মুজাল (৫৫) । আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে চকশ্যামনগর গ্রামে পিরতলায় এ সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সন্ধ্যার দিকে চকশ্যামনগর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে ফিরোজের নেতৃত্বে মৃত ঝাড়ু শেখের ছেলে ফজদুল, মৃত নবছদ্দী শেখের ছেলে তেতুল, ফজুর ছেলে ফিরোজ, নাকির উদ্দিনের ছেলে আশিক, আসানের ছেলে রকিব, বাকেরের ছেলে কেরা, আনসারের ছেলে জাকির হামলা চালায়।

মহানবী হযরত (সা:) এর ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আলমপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে আলমপুর উত্তর পড়ার জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক মহাদ্দেছ আলীর সভাপতিত্বে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর আলমপুর মোড় থেকে শুরু করে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার গাড়াডোবের মোড় ঘুরে একই স্থানে ফিরে এসে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্স সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ফ্রান্সের সব ধরণের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আমঝুপি ইউনিয়নের ২ নং ওর্য়ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আবুল হাসেম, হাফেজ মোঃ মফিদুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম, ইউনুস, সাগর, সোহেল রানা, সবুজ, নিশান, আবুজার, নয়ন মাসুম প্রমুখ।